W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 04 /WBHRC/~~COM/2016-17~~ SMC/18

Dated: 04. 01. 2018

Enclosed is the news clipping appeared in the 'Eaisamay,' a Bengali daily dated 04. 01. 2018, the news item is captioned 'ঘাটতি নজরদারি এবং রক্ষণাবেক্ষণেই

Principal Secretary, Department of Public Health & Engineering, Govt of West Bengal is directed to enquire into the matter and to submit a report by 8th February, 2018.

4/1/18

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

আতঙ্কের নাম আর্সেনিক

আর্সেনিক সমস্যা

১.২০
এ রাজ্যে শহরাঞ্চলের ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ আর্সেনিক বিপদের আওতায়

১. ৬০
গ্রামাঞ্চলে ১ কোটি ৬০ লাখ মানুষ

১০৪
রাজ্যের ১১ জেলার ১০৪টি ব্লক আর্সেনিক কবলিত

১৬,৭৩৪
আর্সেনিক বিপদের আওতায় রাজ্যের ১৬,৭৩৪টি জনপদ

আর্সেনিক দূরীকরণে

১২,৩৯২.৭৭
প্রস্তাবিত প্রকল্প ব্যয় ১২,৩৯২.৭৭ কোটি টাকা

১৫
ন্যাশনাল ওয়াটার কোয়ালিটি প্রকল্পে জমা দেওয়া হয়েছে ১৫টি পরিকল্পনা

৯৬.০৪
উপকৃত হবেন ৯৬.০৪ লাখ মানুষ

১০,৭৩২
১০,৭৩২টি জনপদ এর আওতায় আসবে

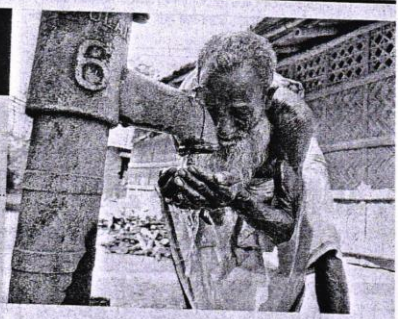

ঘাটতি নজরদারি এবং রক্ষণাবেক্ষণেই

কৌশিক সরকার

মালদহের আর্সেনিক কবলিত ৮১টি বসতিতে চালানো হয়েছিল সমীক্ষা। দেখা যাচ্ছে, ওই ৮১টির মধ্যে ১৮টি বসতিতে আর্সেনিকের বিপদমুক্ত জলের কোনও উৎসই নেই। ফলে নিরুপায় হয়েই সেই বিষজলই পান করতে বাধ্য হচ্ছেন স্থানীয় মানুষ। সাম্প্রতিক অতীতে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা ব্লকের কয়েকটি এলাকায় সমীক্ষা চালিয়ে জলের মান পরীক্ষা করেছিল পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। দেখা যায়, বিগত বছরের তুলনায় প্রায় ৫০ শতাংশ নমুনায় বেড়েছে আর্সেনিকের পরিমাণ।

উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা, বাদুড়িয়া, বনগাঁর মতো ব্লকগুলিতে চলছে আটটি আর্সেনিক এবং আয়রন রিম্যুভাল প্লান্ট। দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে তিনটি প্লান্টেরই আর্সেনিক দূরীকরণের ক্ষমতায় ত্রুটি থেকে যাচ্ছে ২৫ শতাংশ, ৪০ শতাংশ এবং ৫০ শতাংশ। বহু ক্ষেত্রেই আর্সেনিকের স্লাজ (বর্জ্য) নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থাই নেই। কোথাও কোথাও তা ফেলা হচ্ছে পাশের পুকুরে। সেই জলে আর্সেনিকের মাত্রা বহুগুণ বেড়ে গিয়ে তা থেকে দূষণ ছড়াচ্ছে আশেপাশের মাঠে, জলে।

আর্সেনিকের বিপদ সামনে এসেছিল বিগত শতাব্দির আটের দশকেই। তার পর প্রায় চার দশক কেটে গেলেও এখনও কেন আর্সেনিক কবলিত এলাকার বড় সংখ্যক মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যায়নি, সম্প্রতি এই প্রশ্ন উঠেছে জাতীয় পরিবেশ আদালতে আর্সেনিক দূষণ সংক্রান্ত মামলাতেও। সেই মামলায় আর্সেনিক দূরীকরণে গৃহীত প্রকল্পগুলির দক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। বুধবার বিধাননগরে আর্সেনিক সমস্যা নিয়ে এক কর্মশালায় সেই আশঙ্কাই ফের প্রকাশ পেল বিশেষজ্ঞদের বক্তব্যে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস অধ্যাপক অরুণাভ মজুমদার যেমন জানান, উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া, বাগদা, বনগাঁর মতো ব্লকে আটটি আর্সেনিক এবং আয়রন রিম্যুভাল প্লান্ট চলছে। কিন্তু তার মধ্যে তিনটি প্লান্টেই আর্সেনিক দূরীকরণের কাজে যথেষ্ট ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। আর্সেনিক দূরীকরণ প্লান্টগুলির নজরদারিতেও রয়েছে ঘাটতি। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই প্লান্টগুলি ঠিক মতো কাজ করছে না। সবচেয়ে বড় কথা, সেই প্লান্টগুলি থেকে যে জল সরাবরাহ করা হচ্ছে, তাতে সত্যিই আর্সেনিকের মাত্রা বিপদসীমার নীচে রয়েছে কিনা, তা পরীক্ষার ব্যবস্থাই নেই অনেক ক্ষেত্রে। আর্সেনিকের স্লাজ নিষ্কাশনের ব্যবস্থাপনাও যথেষ্ট দুর্বল। সেই স্লাজ পাশের পুকুর বা জলাশয়ে ফেলায় তা থেকে ফের দূষণ ছড়াচ্ছে মাঠে, চাষের খেতে। দূষিত হচ্ছে মাছ, ফসলও।

নজরদারি এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজে যে যথেষ্ট ঘাটতি থাকছে, তা মনে করেন রাজ্যের আর্সেনিক টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান কে জে নাথও। তিনি বলেন, 'এই কাজে কেন্দ্র অর্থ বরাদ্দ কমানোয় সমস্যা বাড়ছে।' তবে সমস্যা মোকাবিলায় সরকারি স্তরে উপযুক্ত পদক্ষেপ এবং সচেতনতার ঘাটতি থেকে যাচ্ছে বলেও মনে করেন তিনি। রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের অধীন ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন সাপোর্ট অর্গানাইজেশনের অধিকর্তা অনিমেষ ভট্টাচার্য জানান, আর্সেনিক টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ অনুযায়ী আর্সেনিক দূরীকরণ প্লান্টগুলির উপর নজরদারি, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণে তৃতীয় কোনও পক্ষকে দিয়ে মূল্যায়নের কাজ শুরু হয়েছে। আইআইটি খড়্গপুর, আইআইইএসটি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়কে মোট ৩২টি প্লান্টের মূল্যায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি সংস্থা আটটি করে প্লান্টের মূল্যায়ন করে এক বছরের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেবে।

প্লান্টগুলির দক্ষতা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে, তা অবশ্য খানিকটা স্বীকার করে নিচ্ছেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরিমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ও। রাজ্যের এই বর্ষীয়ান মন্ত্রী বলেন, 'কোথাও কোথাও ঘাটতি থেকে যেতে পারে। তবে মোটের উপর আর্সেনিক মোকাবিলার কাজে অনেকটাই এগিয়েছে রাজ্য। ৫০ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যেই করতে পেরেছি আমরা। আরও প্রায় ৫০ শতাংশ কাজ বাকি রয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রের কাছ থেকে খানিক সাহায্য পেলেও, যতটা প্রয়োজন তা মিলছে না।' তিনি জানান, রাজ্য যে জল সরবরাহ করে, তা হয় গঙ্গা না হয় নদীর জল। অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরির মাধ্যমে জলের মান পরীক্ষার পরেই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হয়।

২১৭
রাজ্যে জলের মান পরীক্ষার ল্যাবরেটরি রয়েছে ২১৭টি

৮০
৮০টি ল্যাবরেটরি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পরিচালিত

১
একটি ল্যাব রাজ্য স্তরের ল্যাব হিসাবে চিহ্নিত

৭,৯৯৯
বিপদমাত্রার উপর আর্সেনিক মিলেছে ৭ হাজার ৯৯৯টি নমুনায়

১৪,১৮৫
বিপদমাত্রার উপর আয়রন মিলেছে ১৪,১৮৫টি নমুনায়

১৩৭
১৩৭টি পরিচালনা করে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর

১
প্রতিটি জেলায় রয়েছে একটি করে জেলা স্তরের ল্যাব

৪,৫৯,৮২৭
২০১৬-১৭'য় ৪ লাখ ৫৯ হাজার ৮২৭টি জলের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল

৫৫০
বিপদমাত্রার উপর ফ্লোরাইড মিলেছে ৫৫০টি নমুনায়

৫৫,০৫৮
বিপদমাত্রার উপর ব্যাকটিরিয়া মিলেছে ৫৫,০৫৮টি নমুনায়

- উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং হুগলিতে রূপায়িত হবে এই প্রকল্প
- ভূগর্ভস্থ জল সরবরাহের প্রকল্পগুলিতে ১৬৫টি আর্সেনিক রিম্যুভাল প্লান্ট রয়েছে। এ ছাড়াও ভূগর্ভস্থ জল পাইপের মাধ্যমে সরবরাহের জন্য প্রস্তাবিত ৩৩৮টি স্কিমের মধ্যে ১৪৭টিতে বসবে রিম্যুভাল প্লান্ট

P.T.O

আক্রান্ত কোন জেলায় ক'টি ব্লক

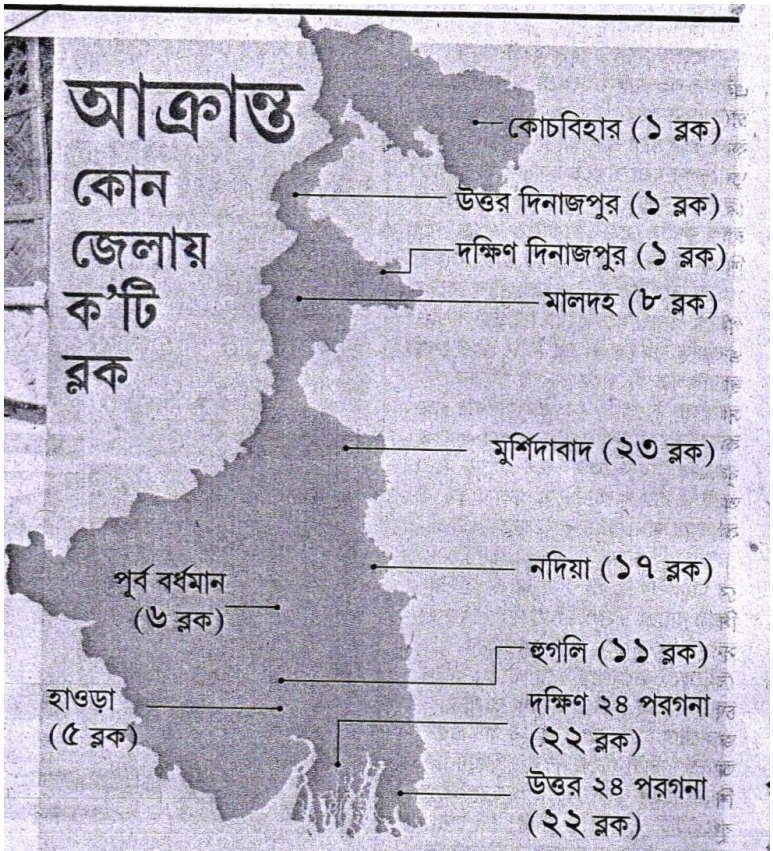

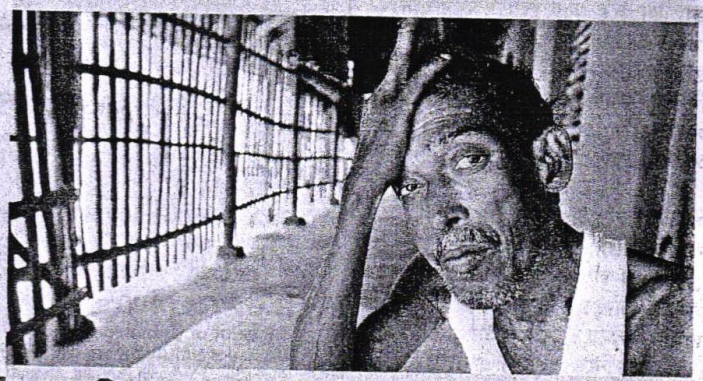

আর্সেনিক এবং আয়রন রিম্যুভাল প্লান্টে সমস্যা

- রক্ষণাবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন নেই
- রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা যথাযথ নয়
- প্লান্টগুলি থেকে বর্জ্য (স্লাজ) ফেলার যথার্থ ব্যবস্থা নেই। ফলে আশেপাশের মাটি এবং পুকুরের জলে ফের মিশছে আর্সেনিক
- প্লান্টগুলি কেমন চলছে, তা নজরদারির উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই
- প্লান্টগুলির জলে সত্যিই কাঙ্ক্ষিত মাত্রার নীচে আর্সেনিক থাকছে কিনা, তা সেখানে পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই
- যে কর্মীরা নিযুক্ত, অনেকক্ষেত্রেই তাঁদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নেই

বিন্যাস অরিন্দম মজুমদার তথ্য কৌশিক সরকার আর্সেনিকের ছবি কমলেন্দু ভদ্র